

কাফিরের রক্ত আপনার জন্য হালাল

তাই তা প্রবাহিত করুন

আবূ যার (রাঃ) বলেছেন, “আমি নবী (স) এর নিকটে একদিন উপস্থিত ছিলাম এবং আমি তাকে বলতে শুনেছি, ‘এমন কিছু রয়েছে যেটির ব্যাপারে আমি আমার উম্মাহ্-এর জন্য দাজ্জালের অপেক্ষাও অধিক ভয় করি।’ তখন আমি ভীত হয়ে পড়লাম, তাই আমি বললাম, ‘হে আল্লাহ্র রসূল! এটি কোন জিনিস, যার ব্যাপারে আপনি আপনার উম্মাহ্ -এর জন্য দাজ্জালের চাইতেও অধিক ভয় করেন?’ তিনি (স) বললেন, ‘পথভ্রষ্ট আলিমগণ।” [মুসনাদ আহমাদঃ ২০৩৩৫] এই ‘উলামা’ আর ‘তাত্ত্বিকরা’ মূলত: কাফের আহলে কিতাবদের অনুসরণ করেছে “যারা আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব গোপন করে এবং এর বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করে”। [আল-বাক্বারাহ ১৭৪] এমনকি তারা গোমরাহ বিদ'আতীদের অনুসরণ করেছে যারা “শুধু তাই বর্ণনা করে যা তাদের অনুকূলে যায়” যেমনটি ওকি ইবনুল জাররাহ (রহ) (মৃত্যু ১৯৭ হিজরি) তাদের ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন। [আবু নুয়াইম – তারিখে আসবাহান] ইখতেলাফ বা মতভেদের অবকাশ আছে এমন মাসআলাগুলোতে তারা এই সুবিধাবাদী পন্থা অবলম্বন করেছে মূলত: জনসাধারণের নিকট সমর্থন, সম্মান পাওয়ার জন্য। কতই না নিকৃষ্ট তাদের বিচার!

এসব “উলামায়ে ছু (দুনিয়াদারী আলেম)” এবং তাত্তিকরা” ফতোয়া দেয়, অমুক ইসলামের নামে মানুষ হত্যা করে, ইসলামে এসব নেই, ইসলামের নামে যারা সাধারণ মানুষ হত্যা করে তারা ইসলামের শত্রু, এমন, তেমন, ইত্যাদি। এরা সূরা মায়েদাহ এর ৩২ নং আয়াতের দুটি বাক্য চুরি করে অনুবাদ করে থাকে সব সময়। তাদের অনুবাদ: “যে ব্যক্তি একজন নিরিহ মানুষকে হত্যা করলো, সে যেন পুরো মানবজাতিকে হত্যা করলো”। সঠিক অনুবাদ: "যে ব্যাক্তি কাউকে কিসাস ব্যাতিত অথবা জমীনে ফাসাদ সৃস্টি করা ব্যাতিত হত্যা করলো, সে যেন পুরো মানবজাতিকে হত্যা করলো"। [সূরা মায়েদাহঃ ৩২]

অত্র আয়াতে অপরাধ নিরাপরাধীকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে, “ফাসাদ ফিল আরদ” ও “বিগাইরী নাফস” দুটি বাক্য দ্বারা। এ দুটি বাক্যকে গোপন করে অনুবাদ করা মানে পবিত্র কুরআন দিয়েই সাধারন মানুষের ঈমান হরণ করা। “বিগাইরি নফস” দ্বারা আল্লাহ তা’আলা যা বুঝাতে চাইছেন তা মুফাসসিরে কিরামগণদের তাফসীর থেকে জেনে নিইঃ

তাফসীরে বাগাভীতে বলা হয়েছে, প্রতিটি নফসের বিনিময়ে নফস বধ করা ওয়াজিব। এটাই ক্বীসাস বা প্রতিশোধ। “ফাসাদ ফিল আরদ” এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, জমিনে ফাসাদ সৃস্টি করা মানে শির্ক করা অথবা রাস্তাঘাট ধ্বংস করা।

তাফসীরে তাবারীতেও বলা হয়েছে, “বিগাইরী নফস” বলতে কিসাসকে বুজানো হয়েছে। আর “ফাসাদ ফিল আরদ” এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আল্লাহ তা’আলা এবং তাঁর রসুল (সঃ) এর বিরুদ্ধাচারন করা, পথরুদ্ধ করা।

আর এই অপব্যাখ্যার জন্য শুধু উলামায়ে ছু এবং অল্পজ্ঞানী মিষ্টিভাষী বক্তাদের দোষ নয়; সাধারণ মানুষেরও দোষ, যারা যাচাই না করে নিজেদের সুবিধার্থে তা গ্রহণ করে নেয়। হযরত হুজায়ফা (রাঃ) বলেন, “তোমাদের ব্যাপারে আমি সবচেয়ে বেশি যে জিনিসের ভয় করছি তা হচ্ছে যে, তোমাদের জানা থাকা সত্ত্বেও তোমরা ঐ বস্তুকেই প্রাধান্য দিবে যা তোমরা প্রত্যক্ষ করবে এবং তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে এমতাবস্থায় যে তোমরা টেরও পাবে না”। [ইবনে আবী শাইবাঃ ৭/৫০৩] রাসূল (স) বলেছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তর থেকে ইলম হঠাৎ করে ছিনিয়ে

নেবেন না। তবে তিনি আলিম শ্রেনীকে তুলে নিয়ে ইলম তুলে নেবেন। যখন কোন আলিম থাকবে না তখন লোকেরা মূর্খ লোকদের নেতা বানিয়ে নেবে। তাদের কাছে ফাতওয়া চাওয়া হবে এবং তারা না জেনে ফাতওয়া দিবে। এতে তারা (নিজেরাও) পথভ্রষ্ট হবে এবং (লোকদেরও) পথভ্রষ্ট করবে। [সহীহ বুখারী: ১০১ (ইফা), সহীহ মুসলিম: ৬৫৫২ (ইফা)]

বিষয়টি পুরোপুরি পরিষ্কার এবং সন্দেহমুক্ত হওয়ার জন্য কুরআন, হাদিস এবং সালাফদের ব্যাখ্যানুযায়ী দালিল পেশ করা হলঃ

কুরআন হতে দালিল:

আল্লাহ তা'আলা বলেন: (এই আয়াতটিকে "আয়াত আস সাইফ" অর্থাৎ "তরবারির আয়াত" বলা হয়, কেননা এর দ্বারা কাফিরদের রক্ত হালাল করা হয়েছে) "অতঃপর মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও সেখানেই হত্যা করো, তাদেরকে বন্দী করো, অবরোধ করো এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে থাকো"। [সূরা তাওবাহ-৫] "তোমরা যুদ্ধ করো আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং সত্য দ্বীন (ধর্ম) অনুসরণ করে না, যতক্ষণ না নত হয়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে"। [সূরা তাওবাহ-২৯] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, "মূল ফরজ হলো, মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে অথবা জিজিয়া দিয়ে বশ্যতা স্বীকার করে থাকে।" [কিতাব আল-উম্ম]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "ফিতনা হত্যার চেয়েও জগন্য"। [সূরা বাকারাহঃ ১৯১, ২১৭] রজব, যুলক্বা'দাহ, যুলহাজ্জাহ এবং মুহাররাম এই চারটি মাস জাহেলিয়াতের যুগেও 'হারাম' (পবিত্র, নিষিদ্ধ বা সম্মানীয়) মাস মনে করা হত। এ মাসগুলোতে লড়াই-যুদ্ধ অপছন্দনীয় ছিল। ইসলামও সেই সম্মানকে বজায় রাখল। নবী করীম (সাঃ)-এর যামানায় এক মুসলিম সৈন্যদলের হাতে (আবদুল্লাহ বিন জাহাশ রাঃ এর নেতৃত্বে) একজন কাফের নিহত হয় এবং কিছু লোককে বন্দী করা হয়। মুসলিম এই দলটি অবগত ছিল না যে, রজব মাস শুরু হয়ে গেছে। কাফেররা মুসলিমদেরকে গঞ্জনা দিতে লাগল যে, হারাম মাসের সম্মানেরও এরা খেয়াল করে না; এই ব্যাপারেই এই আয়াত নাযিল হয়। কুফরী ও শিরক তো হত্যার চেয়েও বড় পাপ। [তাফসীর ইবনে কাসীর] এরপর আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা) কবিতা আবৃত্তি করেন,

"তোমরা হারাম মাসে হত্যা করাকে অপরাধ বলে গন্য করছ, সত্য সন্ধানী যদি দেখে তাহলে তার চাইতেও জঘন্যতর হল – মুহাম্মাদ (স) যা বলেন, তাতে বাঁধা দান এবং আল্লাহকে অস্বীকার করা, আর আল্লাহতো দেখেন এবং সাক্ষ্য দেন।

এবং মসজিদ হারাম থেকে তোমাদের বের করাটা তথাকার বাসিন্দাদের, যাতে দেখা না যায় আল্লাহর ঘরে কোন সিজদাকারীকে।

আর আমরা। যদিও তোমরা আমাদের অভিযুক্ত কর তার হত্যার জন্য, ইসলাম বিদ্বেষী আর বিদ্রোহী বলে গাল দাও। [আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াঃ ৩য় খণ্ড, ৪৪৪ পৃষ্ঠা (ইফা)]

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, “আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো যতক্ষণ না ফেতনা শেষ হয়ে যায়; এবং সমস্ত দ্বীন শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। অতঃপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন। [সূরা আনফাল: ৩৯] এর ব্যাখ্যায় আল্লামা আবু বকর জাশসাস (রহ) বলেন, ইবনে আব্বাস ও হাসান (রা) বলেছেন: “যতক্ষণ না শিরক নির্মূল হয়।” আর মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (রহ) বলেন: “যতক্ষণ না প্রতিটি মুমিন দ্বীনের ব্যাপারে বিপদের সম্মুখীন হওয়া থেকে নিরাপদ হয়।” এখানে ফেতনার অর্থ কুফরও ধরা যেতে পারে এবং ফাসাদ ও অনাচারও ধরা যেতে পারে। কেননা কুফরের মাঝে ভ্রান্তি থাকার কারণে তাকে ফেতনাও বলা হয়। সুতরাং আয়াতটির দাবী হলো, কুফফার, দুষ্কৃতকারী ও ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কিতাল করা। আয়াতটি এও প্রমাণ করে যে, বিদ্রোহী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কিতাল করা ওয়াজিব। [আহকামুল কুরআন, খন্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৬৫] ইমাম আবু হাইয়ান আল আন্দালুসী (রহ) বলেন, ইসলাম ধর্মেও যেন কোন ফিতনা অবশিস্ট না থেকে এবং দ্বীন একমাত্র আল্লাহর হয়ে যায় দ্বারা তাই বুজানো হয়েছে, আর সুরা আনফালের وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ দ্বারা সকল সময়, কাল, স্থান, পরিবেশ পরিস্থিতির তোয়াক্কা না করে, কোন ফিতনা অবশিস্ট না থেকে যেন তামাম দুনিয়ার সকল গোত্র, ধর্ম শুধু একমাত্র আল্লাহর জন্যই হয়ে যায় তার আগ মুহুর্ত পর্যন্ত ক্বীতাল চালিয়ে যেতে হবে। [তাফসীর বাহর আল মুহিত]

হাদিস হতে দালিল:

তাওহীদ একজন মানুষের জান-মাল-ইজ্জতের নিরাপত্তা দেয়। আর যে তাওহীদ গ্রহণ বা ঈমান আনেনা, তাঁর জান, মালের কোনো নিরাপত্তা থাকে না। কেননা, শিরক-কুফরী এমনই জঘন্য অপরাধ। এ ব্যাপারে হাদিসে বর্ণিত হয়েছেঃ আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, আমি মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা বলে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।” সুতরাং যে ব্যক্তি “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এর সাক্ষ্য দিবে তাঁর জান ও মাল-সম্পদ আমার থেকে নিরাপদ। তবে ইসলামের কোনো হক ব্যাতীত। আর তাঁর অন্তরের হিসাব আল্লাহ তাআলার উপর ন্যস্ত। [সহীহ বুখারীঃ ২৪ (ইফা), সহীহ মুসলিমঃ ৩৫ (ইফা)]
রাসুল্ল (স) আরও বলেন, “আমি কিয়ামত দিবসের পূর্বে তরবারী হাতে এ উদ্দেশ্য প্রেরিত হয়েছি যে, কেবলমাত্র এক আল্লাহরই ইবাদত করা হবে, আর আমার রিযিক আসে আমার বর্শার ছায়া হতে, আর যারা আমার আদেশের বিরুদ্ধে যাবে তাদের জন্য অপমান (আর লাঞ্ছনা) তাকদীরে নির্ধারিত হয়েছে, আর যে কেউ তাদের অনুকরণ করে সে তাদেরই একজন”। [মুসনাদে আহমাদঃ ৪৮৬৯, সহীহ আল জামেঃ ২৮৩১]

বুরাইদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) কোনো বাহিনী বা সারিয়া প্রেরণের প্রাককালে সেনাপতিকে এই উপদেশ দিতেন যে, তোমরা আল্লাহর নামে যুদ্ধ করবে, যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করে তাদেরকে হত্যা করবে। [সহীহ মুসলিম: ৪৩৭২ (ইফা), ইবনে হিব্বান-১৫২৩] সালামাহ বিন আকওয়া (রাঃ) হতে, তিনি বলেন, আমরা আবু বকর (রাঃ) এর সাথে হাওয়াযেন গোত্রের অধিবাসীদের উপর রাত্রী বেলায় আক্রমণ পরিচালনা করি। রাতের বেলা শত্রুদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে হত্যা করছিলাম। [আবু দাউদঃ ২৬৩০ (ইফা)]

আতিয়াহ আল কুরাজী (রাঃ) হতে বর্নিত, তিনি বলেন, বনী কুরাইজার যুদ্ধে রাসূল (সাঃ) এর সামনে (কুরাইজাহ গোত্রের জনসাধারনকে) উপস্থিত করা হয়েছে। অতঃপর যাদের পশম গজিয়েছে (সাবালক হয়েছে) তাদের হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন। আর যাদের পশম গজায় নি তাদের পথ হত্যা থেকে রেহাই দেন। আর আমি ছিলাম তাদের মধ্যে।

অতঃপর আমাকে হত্যা থেকে রেহাই দেন। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (রহ) এর মতে, স্বপ্ন দোষ না হলেও যৌন লোম উদগম হলে একজনকে বালেগ বলে গন্য করা হবে। [তিরমিযীঃ ১৫৯০ (ইফা), আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ। ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবু ঈসা (রহ) হাদিসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন] বনী কুরাইজার সাধারণ লোকদের হত্যা করা হয়েছিল এদের সর্দারদের বিশ্বাসঘাতকতার কারনে। জনসাধারণদের সবাই যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা সত্বেও সাবালক সবাইকেই যোদ্ধা হিসেবেই গণ্য করা হয়েছে এবং তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে হাযম (রহঃ) বলেন, আর এটা রাসূল (সাঃ) এর পক্ষ থেকে সাধারণ নির্দেশ। তিনি তাদের মধ্যে কোনো কর্মচারী, ব্যবসায়ী, কৃষক, বৃদ্ধ কাউকে বাকী রাখেন নি। ['আল মহাল্লা' ৭/২৯৯]

ইবনু আউন (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাফি' (রহঃ) কে পত্রে লিখলাম, তিনি জবাবে আমাকে লিখলেন যে, বনী মুস্তালিক গোত্রেরে উপর অতর্কিতভাবে অভিযান পরিচালনা করেন। তাদের গবাদি পশুকে তখন পানি পান করানো হচ্ছিলো। তিনি তাদের যুদ্ধক্ষমদের হত্যা এবং নাবালকদের বন্দী করেন এবং সেদিনই তিন জুওয়ায়রিয়া (উম্মুল মু'মিনীন) কে লাভ করেন। (নাফি' (রহঃ) বলেন) আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) আমাকে এ সম্পর্কিত হাদীস শুনিয়েছেন। তিনি নিজেও সে সেনাদলে ছিলেন। [সহীহ বুখারীঃ ২৩৭৩ (ইফা)]

রাসূল (সাঃ) ও কুরাইশ কাফেরদের মাঝে হুদাইবিয়ার সন্ধি ও চুক্তি ছিল। তা সত্বেও আবু বাসীর (রাঃ) যখন মক্কা থেকে পালিয়ে মদিনায় মুসলমানদের নিকট হিজরত করলেন তখন কাফেররা এসে চুক্তির শর্তানুযায়ী তাঁকে নিয়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে আবু বাসীরকে যারা ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তিনি তাদের একজনকে হত্যা করে পালিয়ে যান। আর পরবর্তীতে আবু বাসীর (রাঃ), আবু জান্দাল ও অন্য যারা পরবর্তীতে উনার সাথে সংযুক্ত হয়েছেন সবাই মিলে কুরাইশদের কাফেলাগুলোতে আক্রমণ করে তাদের হত্যা করতেন, তাদের মালামাল ছিনিয়ে নিতেন। [সহীহ বুখারী, শর্তাবলী অধ্যায়, হাঃ ২৫৪৭ (ইফা)] অথচ রাসূল (সাঃ) তাঁর (রা) এই কাজকে নিন্দা করেন নি। আর একথা সর্ববিদিত যে, যদি রাসূল (সাঃ) এর জ্ঞাতস্বারে কোন কাজ সংগঠিত হয়, আর তাতে তিনি নিন্দা না জানান, তাহলে এটা শরীয়তের পরিভাষায় "তাকরীর" বা "রাসূল (সাঃ) এর সম্মতি" হিসেবে গণ্য।

সাহাবাগনের (রা) হতে দালিল:

আল মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ থেকে বর্ণিত, উমার ইবনে খাত্তাব (রা) রাসূল (স) এর জীবদ্দশাতে কোন প্রকার আপত্তি ছাড়াই আবু জানদালকে (রা) তাঁর পিতা সুহাইল ইবনে আমরকে হত্যার জন্য উৎসাহিত করে বলেছিলেন, "হে আবু জানদাল ধৈর্য ধরো, কারণ তারা কেবলমাত্র মুশরিক আর তাদের রক্ত ও কুকুরের রক্তের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। একথা বলার পাশাপাশি উমার (রা) আবু জানদালের নিকট নিজের তরবারি এগিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, আমি আশা করেছিলাম যে, আবু জানদাল তরবারি দিয়ে তার পিতাকে হত্যা করে ফেলুক; কিন্তু সে শেষ পর্যন্ত তার পিতার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ব্যাপারটি ওখানেই থেকে যায়"। [মুসনাদে আহমাদ ও বায়হাকী, সীরাতে ইবনে হিশাম: পৃষ্ঠা: ২৫২ (ই:সে)] আবু সুফিয়ান (রা) ইসলাম গ্রহনের আগে যখন মদীনায় তাঁর কন্যা এবং রাসুল (স) এর স্ত্রী উমে হাবীবা (রা) এর নিকট গিয়ে বিছানায় বসতে চেয়েছিল, তখন উম্মে হাবীবা (রা) বলেছিলেন, ওটা রাসুলুল্লাহ (স) এর বিছানা। আর আপনি একজন মুশরিক, অপবিত্র। আমি চাই না যে, আপনি রাসুল (স) এর বিছানায় বসেন। [সীরাতে ইবনে হিশামঃ ২৬৮ (ই:সে)] নিশ্চয়ই উমার (রা) এবং উম্মে হাবীবা (রা) সঠিক ছিলেন। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে মুমিনগণ! মুশরিকরা হচ্ছে একেবারেই অপবিত্র"। [আত তাওবাহঃ ২৮]

এটি আনাস ইবনে মালিকের কথাতেও বুঝা যায়, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, “হে আবু হামজাহ! কি কারণে একজন বান্দার রক্ত ও সম্পদ হারাম হয়ে যায়?” তিনি বলেছিলেন, যে কেউ এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আমাদের ক্বিবলার দিকে মুখ করে, আমাদের মত সালাহ আদায় করে এবং আমরা যা জবাই করি তা থেকে ভক্ষণ করে, তাহলে সে একজন মুসলিম। একজন মুসলিম যা পাবে সেও তাই পাবে এবং একজন মুসলিমের যে দায়িত্ব তা তার উপরও বর্তাবে।” [সহীহ বুখারীঃ ৩৮৫ (ইফা)]

আহমদ ইবনু ইউনুস (রহঃ) সা'ঈদ ইবনু যুবায়র (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনু উমর (রাঃ) আমাদের কাছে এলেন। এরপর এক ব্যাক্তি বলল, ফিতনা সম্পর্কিত যুদ্ধের ব্যাপারে আপনার রায় কি? আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) বললেন, ফিতনা কি তা তুমি জানো? মুহাম্মদ (স) মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন। [সহীহ বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, সূরা আনফাল ৩৯ আয়াত – হাঃ ৪২৯৫ (ইফা)] অর্থাৎ শিরক হল ফিতনা, যা হত্যার চেয়েও বড় পাপ।

মুফাসসিরগন হতে দালিল:

ইমাম তাবারী (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত তাফসীর "তাফসীরে তাবারী"তে সূরা তাওবাহ এর ৫ নং আয়াতঃ “অতঃপর মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও সেখানেই হত্যা কর, তাদেরকে বন্দী করো,অবরোধ করো এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে থাকো। [সূরা তাওবাহ-৫] এর ব্যাখ্যায় বলেন, যমিনের যেখানেই তাদেরকে পাও হত্যা করো, চাই তা হারাম শরীফে হোক বা হারাম শরীফের বাহিরে হোক। সন্মানিত মাসসমূহে হোক বা অন্য মাসে হোক। এবং তাদেরকে বন্দি করো। তাদেরকে ইসলামের রাষ্ট্রে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে ও মক্কা শরীফে প্রবেশে বাধা দাও। এবং তাদেরকে হত্যা কিংবা বন্দি করার লক্ষ্যে প্রত্যেকটি ঘাঁটি বা রাস্তায় ওঁৎ পেতে বসে থাকো। [তাফসীরে তাবারী]

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, মুসলিম ব্যক্তি যখন এমন কোন কাফেরের সাথে সাক্ষাত করে যার সাথে কোন চুক্তি নেই, তখন তাকে হত্যা করা জায়েজ। [তাফসীরে কুরতুবী-৫/৩৩৮] তিনি সূরা তাওবাহ এর ৫ নং আয়াতের ‘উকু‘দু লাহুম কুল্লা মারসদ‘ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হলো, “তাদের উপর আক্রমন করার জন্য, তাদেরকে হত্যা করার জন্য, অতর্কিতে তাদের উপর আক্রমনের জন্য গোপন ঘাটিতে ওঁত পেতে থাকো”। এরপর ইমাম কুরতুবী রহঃ বলেন, “এ আয়াতের মধ্যে এ কথার স্বপক্ষে দলীল রয়েছে যে মুশরিদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার পূর্বেও হত্যা করা বৈধ। এই আয়াত কুফফারদের ধরার জন্য গোপন ঘাটি তৈরী, তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করা ও তাদের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করার বৈধতা দেয়”। এ কারণে মালেকী মাযহাবের প্রখ্যাত আলেম ও ফকীহ ইমাম ইবনুল আরাবী রহঃ তার তাফসীর গ্রন্থ আহকামুল কুরআনে বলেন, ‘আমাদের ফকীহগন তাদেরকে হত্যার জন্য ওঁত পেতে থাকা এবং তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াত দেয়ার পূর্বে গুপ্তভাবে হত্যা করা প্রসঙ্গে বলেন যে এ হত্যার ব্যাপারে যথেষ্ট মজবুত দলীল প্রমাণ রয়েছে’।

ইমাম ইবনে কাছির (রহঃ) বলেন: ইবনে জারীর (রহঃ) এই ব্যাপারে ইজমা বর্ননা করেছেন যে, মুশরিকদেরকে হত্যা করা জায়েজ, যদি তাঁর সাথে ‘আমান’ বা নির্দিষ্ট নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতি না থাকে। যদিও সে বাইতুল হারাম বা বাইতুল মাকদিসে (পূন্যময় স্থানে) গমনরত অবস্থায় থাকে। [তাফসীরে ইবনে কাছীর-২/৬] সূরা তাওবাহর ৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি আরও বলেন, ‘তাদেরকে তোমাদের হাতের নাগালে পেয়ে তারপর হত্যা করবে শুধু এমন চিন্তা করে বসে থাকা যথেষ্ট নয়; বরং এ আয়াত বলছে যে তোমরা তাদের বাড়ি ঘরে, তাদের শহর নগরে গিয়ে তাদেরকে

আক্রমন করো, ঘাটি স্থাপন করো, ওঁত পেতে থাকো, তাদেরকে ঘিরে ফেলে অবরোধ করে রাখো যাতে করে পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং তারা এমন এক অবস্থার মধ্যে পড়ে যায় যে হয় যুদ্ধ করতে হবে অথবা ইসলাম গ্রহণ করতে হবে'। [তাফসীর ইবনে কাসীর]

ইমাম তাবারী (রহঃ) অন্যত্র বলেনঃ এব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, কোনো মুশরিক যদি তাঁর গর্দানে, দুই বাহুতে দাড়িতে হারাম শরিফের সমস্ত লতা-পাতা লটকিয়ে রাখে তার যদি 'আমান' বা নির্দিষ্ট নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতি না থাকে তাহলে তাকে হত্যা থেকে ঐ কাজটি নিরাপত্তা দিবে না। [তাফসীরে তাবারী-৬/৬১]

ফুকাহাগনের বক্তব্য:

একজন নিহত কাফিরের সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফাহ (রহ) বলেন, "এক্ষেত্রে কোন প্রতিশোধ নেই (হত্যাকারীর বিরুদ্ধে) এবং কোন দিয়াহ (রক্তপণ) পরিশোধ করতে হবেনা, কারণ যদি এটা প্রমাণিত না হয় যে সে একজন চুক্তিবদ্ধ বা দিম্মাহর অধীন তাহলে কাফিরের রক্তের ব্যাপারে অনুমতি রয়েছে (প্রবাহিত করার)"। [আল-হাওয়ি আল-কাবির] তিনি আরও বলেন, তিনটি ক্ষেত্রে দারুল ইসলাম দারুল কুফরে পরিণত হয়: যখন আইনগুলো কুফরের আইনে পরিণত হয়, যখন কুফর রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি ছাড়াই ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত থাকে অথবা যখন মুসলিম কিংবা যিম্মিদের জন্য আর কোনো নিরাপত্তা অবশিষ্ট থাকে না। [বাদাই আস সানাই, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩১]

দারুল হারব বা দারুল কুফর (যে ভূমি আল্লাহর বিধান দ্বারা শাসিত হয় না) হল ইবাহাহ'র ভূমি অর্থাৎ যে ভূমির অধিবাসীদের জান ও মাল হালাল। ইমাম শাফেয়ী (রহ) বলেন, (দারুল হারব এর) ভূমি (মুসলমানের জন্য সেখানকার কুফফারদের জান, মাল হরন করা) জায়েজ, কারন তা শিরকের ভূমি। [কিতাব আল উম্ম] তিনি আরও বলেন: বরকতময় আল্লাহ তাআলা কাফেরের রক্ত ও মাল বৈধ করে দিয়েছেন, তবে যদি সে জিযিয়া প্রদান করে অথবা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিরাপত্তা চুক্তিতে থাকে তাহলে নয়। [কিতাব আল উম্ম: ১/২৬৪]

ইমাম সারাখসী (রহঃ) বলেন, মুরতাদদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়ার পূর্বে হত্যা করার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই। কেননা, এরা ঐসকল কাফেরের পর্যায়ে, যার কাছে দাওয়াত পৌঁছে গেছে। [আল মাবসুত: ১০/১২০]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, যেসকল কাফেরদের সন্ধিচুক্তি, আমান বা নির্দিষ্ট নিরাপত্তা চুক্তি নেই, তাঁকে হত্যা করার ব্যাপারে কোন জিম্মাদারী নেই। চাই সে যেকোন ধর্মেরই হৌক না কেন। [রওজাতুত তালেবীন: ৯/২৫৯]

ইবনু মুফলিহ (রহঃ) বলেন: কাফের এর সাথে যদি কোন 'আমান' না থাকে তাহলে তাঁকে হত্যা করলে কোন ধরনের দিয়ত বা কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা সাধারণভাবে তাঁর রক্ত শুকুরের রক্তের ন্যায় বৈধ। [মিবদা: ৮/২৬৩]

ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, "আর কাফেরদের রক্ত মৌলিকভাবেই বৈধ, যেমনটা তরবারির আয়াতে রয়েছে। অধিকিন্তু যখন তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা হবে।" [আস সাইলুল জিরার: ৪/৫২২] তিনি আরো বলেন: "মুশরিক চাই সে যোদ্ধা হোক বা না হোক যতক্ষণ সে মুশরিক থাকবে ততক্ষণ তাঁর রক্ত বৈধ।" [আস সাইলুল জিরার: ৪/৩৬৯]

ইমাম মাওয়ারদী (রহঃ) বলেন, মুশরিকদের মধ্যে যুদ্ধের উপযোগী যে কাউকে সুযোগ পেলেই হত্যা করা বৈধ। চাই তারা যুদ্ধরত হোক বা না হোক। [আহকামুস সুলতানিয়াহ, ৪র্থ অধ্যায়]

প্রখ্যাত ইমাম আল্লামা বদরুদ্দীন ইবনে জামাআহ (রহঃ) (যিনি ইবনে কাছীর ও আল্লামা যাহাবীর শিক্ষক) এর স্পষ্ট বক্তব্য হলোঃ যুদ্ধরত কাফেরদের যাকেই পাবে তাকেই হত্যা করা মুসলমানদের জন্য বৈধ। চাই সরাসরি সে যোদ্ধা হোক অথবা না হোক। চাই সে যুদ্ধে গমনকারী হোক বা যুদ্ধ থেকে পিছনে থাকুক। দালিল হলো আল্লাহ তা'আলার বানী: "অতঃপর মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও সেখানেই হত্যা কর, তাদেরকে বন্দী করো,অবরোধ করো এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে থাকো"। (সূরা তাওবাহঃ ৫) [তাহরীর আল আহকাম ফী তাদবীর আহল আল ইসলামঃ পৃষ্ঠাঃ ১৮২]

ইমাম আল কাসানি (রহ) বলেনঃ "মূলনীতি হলো এটা যে, যারা যুদ্ধে রয়েছে (মুসলিমদের বিরুদ্ধে) তাদের মধ্যকার যে কাউকে হত্যা করার অনুমোদন রয়েছে, হোক তারা যুদ্ধ করুক বা না করুক। কিন্তু যারা যুদ্ধে লিপ্ত নয় তাদের মধ্য থেকে কাউকে হত্যা করার অনুমতি নেই [অর্থাৎ বৈধ চুক্তি], কিন্তু যদি তারা যুদ্ধ করে বা কৌশলগত সাহায্যের আবেদন করে, উস্কানি দেয় কিংবা অন্যান্য কিছু তাহলে ভিন্ন কথা। তাই পুরোহিত এবং সন্ন্যাসী যারা মানুষদের সাথে মিশে থাকে তাদের হত্যা করা হবে, একইভাবে যাদের মাঝে পাগলামি আছে এবং যারা বোবা ও বধির এবং যার একটি হাত বা একটি পা রয়েছে তাদেরও হত্যা করা হবে, যদিও তারা যুদ্ধ করছে না। এর কারণ হলো তার ঐ একই লোকদের অন্তর্ভুক্ত যারা যুদ্ধে রয়েছে [মুসলিমদের বিরুদ্ধে]"। [বাদাই আস সানাই ৭/১০১]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ) বলেনঃ "কারন যে শুধুমাত্র ধর্ম ত্যাগ করেছে, আমরা তাকে হত্যা করি তার ধর্ম পরিবর্তনের জন্য, যদি সে সত্য ধর্মে ফিরে আসে, যা তার রক্ত বৈধ করে তখন তা সরে যায়, যেমন ভাবে প্রকৃত কাফেরের রক্ত অবৈধ হয় তার ইসলামে প্রবেশের মাধ্যমে"। [আস-সারাম আল-মাসলুল আলা শাতিম আর-রাসুল, পৃষ্ঠা: ৩৬৮-৩৬৯ প্রকাশক "দার আল-কুতুব আল-ইল্মিয়াহ", বৈরুত] তিনি অন্যত্র বলেন, যেহেতু প্রতিটি কাফিরের মাঝে রয়েছে কুফর ও মুহারাবাহ (যুদ্ধংদেহিতা); তাই তাকে দাসে পরিণত করা যেমন জায়েজ তেমনি জায়েজ তাকে হত্যা করা। [মাজমু আল ফাতওয়া] দারুল হারবে প্রবেশকারী মুসলিম সম্পর্কে তিনি আরও বলেন: "একই ভাবে, যদি সে তাদেরকে বা তাদের সন্তানদেরকে অপহরণ করে বা তাদেরকে কোন উপায়ে আয়ত্তে আনতে পারে, তাহলে হারবি কুফফারের জান ও মাল মুসলিমদের জন্য হালাল। তাই তারা যদি তাদের শরয়ীভাবে আটক করে তাহলে তাদের মালিকানা তার (মুসলিমের)।" [মাজমু আল-ফাতওয়া]

ইবনে কুদামাহ (রহ) হারবি (যে কাফির চুক্তিবদ্ধ নেই) এর সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন, "কোন প্রকার আপত্তি ছাড়াই তার রক্ত প্রবাহিত করার অনুমতি রয়েছে, ঠিক শুকরের মতো"। [আল-মুগনি] তিনি আরো বলেন, "আসলি কুফফারদের (যারা মুরতাদ নয়) নিজেদের ভূমিতে তাদের কোন নিরাপত্তা নেই"। [আল-মুগনি]

ইবনে রুশদ বলেন, "আর মূলনীতি হলো যে, সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণে যা অনুমোদন দেয় তা হলো কুফর এবং যা সম্পদ রক্ষা করে তা হলো ইসলাম, যেমনটি রাসূল (স) বলেছেন, "এবং যদি তারা এই সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার থেকে সুরক্ষিত"। [বিদায়াত আল মুজতাহিদ] যদিও বিশেষভাবে তিনি সম্পদের কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু রক্ত প্রবাহের বিষয়টিও তার কথা থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় কারণ তিনি উপরোক্ত প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

আল্লামা আবু বকর জাশসাস (রহ) বলেন, দারুল হারবের সম্পদের বৈধ দখলদার নেই, কারন তা ইবাহাহ'র ভূমি; এর অধিবাসীদের জান ও মাল হালাল। [আহকামুল কুরআন] ইবনে আবী যাঈদ আল কাইরাওয়ানী আল মালিকী বলেন, সাহনুম বলেন, দারুল হারবের কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের জন্য যে কাউকে হত্যা করা এবং তাদের সম্পদ কেড়ে নেওয়া জায়িজ। [আন নাওয়াদির ওয়ায যিয়াদাত]

নারী ও শিশুদের লক্ষ্যবস্তু বানানোর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে উল্লেখ করার পর ইবনে হাজম (রহ) বলেন, "মুশরিকদের যে কাউকে হত্যা করার অনুমতি রয়েছে, যাদের বিষয়ে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের ছাড়াই, সে যোদ্ধা হোক বা বে-সামরিক হোক, ব্যবসায়ী বা চাকুরীজীবী, বৃদ্ধ, সে প্রভাবশালী হোক বা না হোক – কৃষক, ধর্মযাজক কিংবা পুরোহিত, অন্ধ হোক কিংবা প্রতিবন্ধী হোক – কাউকেই ছাড় দেওয়া যাবে না।" [আল মুহাল্লা]

ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, "তাদের দুর্গ আগুনে পুড়িয়ে দেয়ায়, তাদেরকে বন্যায় ভাসিয়ে দেয়ায়, তাদের উপর থেকে ধ্বংস করায়, তাদের উপর ক্ষেপণাস্ত্র ব্যাবহার করায় কোন সমস্যা নেই, কারণ তিনি বলেন, তারা তাদের বাড়ী-ঘর নিজেদের হাতে এবং মুসলমানদের হাতে ধ্বংস করছিল। [আল-হাশর: ২] এবং এর সব কিছুই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসেবে বিবেচিত যার মধ্যে রয়েছে শত্রুকে পরাভূত করা, দমন করা ও আক্রমণ করা, আর কারণ সম্পদের হুরমাহ (অলঙ্ঘনীয়তা) এর মালিকের অনুরূপ, যেখানে কুফফার জানের কোন হুরমাহ নেই সেখানে তাদের মালের হুরমাহর প্রশ্ন কিভাবে আসে?" [বাদাই আস সানাই]

আল খাত্তাবি বলেছেন, "কাফিরদের রক্ত ঝরানোর অনুমোদন রয়েছে কারণ তারা কখনোই তাওহীদের কালেমার সাক্ষ্য দেয়নি; কিন্তু যদি তারা এই সাক্ষ্য দিত তাহলে তাকে নিষ্কৃতি দেয়া হত এবং তার রক্ত হারাম হতো।" [আ'লাম আল-হাদিস]

যেসকল নিরাপত্তা কুফফারদের রক্ত/সম্পদ রক্ষা করে, সেগুলো হলঃ

(১) জিম্মাহ এর নিরাপত্তাঃ এই নিরাপত্তা ঐ সকল কুফফার দ্বারা উপভোগ করা হয় যারা ইসলামিক শাসনের অধীনে থাকে। পৃথিবীর মধ্যে এই রকমের কুফফার আপনি বর্তমানে একমাত্র আল খিলাফাহ "ইসলামিক স্টেট" এর শাসনের অধীনেই পাবেন।

"তোমরা যুদ্ধ কর আহলে কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তার রাসুল যা হারাম করে দিয়েছে তা হারাম করে না এবং গ্রহন করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে" [আত-তাওবাহঃ ২৯]

এইরকম কাফিরকে হত্যা করা হারাম যেহেতু এক হাদিসে, রাসুলাল্লাহ (স) বলেন যে, যে কিনা কাফের জিম্মিহ কে হত্যা করে সে জান্নাতের সুগন্ধি পাবে না যদিও এর সুগন্ধ ৪০ বছরের দুরত্ব থেকে পাওয়া যাবে। [সহীহ বুখারীঃ ২৯৪২ (ইফা)] কাযী ইয়ায (রহ) বলেন, মুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিমের নিরাপত্তায় থাকা কোনো কাফিরকে যদি কেউ হত্যা করে তবে সে জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে না। এর দ্বারা এ উদ্দেশ্য নয় যে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। কেননা শারী'আতের বিধান মতে কবীরা গুনাহের শাস্তির পর প্রত্যেক মুসলিম জান্নাতে প্রবেশ করবে একমাত্র কাফির চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে অবস্থান করবে। [মিরকাতুল মাফাতীহ] কেননা রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ কাফির ও তার হত্যাকারী (মু'মিন) কক্ষনো জাহান্নামে একত্রিত হবে না। [সহীহ মুসলিমঃ ৪৭৪২ (ইফা), আবূ দাউদঃ ২৪৮৭ (ইফা), মুসনাদ আহমাদঃ ৯১৬৩, সহীহ আল জামিঃ ৭৬১৮, সহীহ আত তারগীবঃ ১৩১৩] আর এজন্যই কিসাসের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান হল, "কোন মুসলিমকে কাফির হত্যার বদলে হত্যা করা যাবে না'। [সহীহ বুখারীঃ ১১২, ২৮৩৩, (ইফা)]

(২) জাওার (ইসলামের জ্ঞান অর্জন) এর নিরাপত্তাঃ সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেনঃ "আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দেবে, যাতে সে আল্লাহ্র কালাম শুনতে পারে, অতঃপর তাকে তারনিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে" [সূরা তাওবাহঃ ৬] কাফেরকে এই অস্থায়ী নিরাপত্তা প্রদান করা যাবে।

(৩) সুলহ (সন্ধিপত্র) এর নিরাপত্তাঃ কিছু সময়ের জন্যে যুদ্ধ ত্যাগের জন্য মানুষের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করা হয়। রাসুলাল্লাহ (সা) এমনটি করেন হুদায়বিয়ায়, এবং এই ক্ষেত্রে ঐ রাষ্ট্র হতে একজন কাফেরকে হত্যা করা হারাম যার সাথে দারুল ইসলামের সন্ধিচুক্তি সাক্ষরিত (যতক্ষণ সন্ধিচুক্তি চলমান থাকে)।

(৪) সংবাদদাতার নিরাপত্তাঃ নুয়াইম ইবনে মাসুদ আল আসজাই বলেন, "আমি রাসুলাল্লাহকে (সা:) তাদের উদ্দেশ্য করে বলতে শুনি – অন্য কথায়, মুসায়লামার দুইজন সংবাদবাহক, মিথ্যাবাদী – যখন তারা মুসায়লামার চিঠি পাঠ করে, "তোমরা কি বল?" তারা বলে, "আমরা বলি যেমনটি তিনি (মুসায়লামাহ) বলেন"। তিনি (স) বলেন, "আল্লাহ্র কসম, সংবাদবাহকদের হত্যা নিষেধ যদি না হত, আমি তোমাদের গর্দান উড়িয়ে দিতাম"। [আবু দাউদ হতে বর্ণীত এবং সহিহ আবু দাউদে আলবানী দ্বারা বিশুদ্ধতা প্রমানিত, ২/৩৯৮]

সুতরাং এই ধরনের কুফফারদের ও হত্যা করা হয় না। যার মুসলিমদের নিকট হতে নিরাপত্তা আছে সে হচ্ছে মুয়াহাদ বা মুস্তামান, যেখানে যায় কোন নিরাপত্তা নেই সে হচ্ছে মুহারিব বা হারবি। এবং এই লেবেল (মুহারিব বা হারিব) প্রত্যাবর্তিত হয় যদিও না অবিশ্বাসীরা বর্তমানে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে না থাকে, কারন তার লেবেল হচ্ছে তার নিরাপত্তার অভাবে, যা তার রক্ত ও সম্পদ রক্ষা করে এবং তা দায়বদ্ধ না মুসলিমদের প্রতি তাদের শত্রুতার উপর।

উপরের প্রকারগুলো ছাড়াও কিছু কুফফার আছে যাদেরকে হত্যা করা উচিৎ নয়, যেমনঃ (১) শিশু (২) নারী (৩) বৃদ্ধ ইত্যাদি। যে সকল কুফফারের শ্রেণীবিভাগ উল্লেখ করা হল তাদের রক্ত নিরাপত্তা প্রাপ্ত। তাদের হত্যা করা যাবে যদি তারা ঐ সকল চুক্তি ভঙ্গ করে এভাবেঃ

(ক) যদি জিম্মি বা মুয়াহাদ মুসলিমদের সাথে লড়াই করা শুরু করে তাকে হত্যা করা হবে এবং তার রক্ত বৈধ হবে যদিও না সে জিযিয়া প্রদান করে থাকে। (খ) যদি কুফফাররা আমাদের শিশু/নারি/বৃদ্ধকে হত্যা করে; অর্থাৎ কিসাসের ক্ষেত্রে।

তাতাররুস এবং অনাকাঙ্ক্ষিত হত্যাকাণ্ডঃ

তাতাররুস হলো যখন কাফিররা একজন মুসলিমকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে এই আশায় যে, ঐ মুসলিমকে বাঁচানোর তাগিদে মুজাহিদরা কাফিরদের আক্রমন করা থেকে বিরত হবে। জারির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ (স) খাছআম গোত্রে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। তখন ঐ গোত্রের একদল লোক সিজদার মাধ্যমে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদেরকে দ্রুত হত্যা করা হয়। নাবী (স) এর কাছে এ খবর পৌছলে তিনি এদের অর্ধেক দিয়াত (রক্তপণ) আদায় করেন এবং বললেন, যে সমস্ত মুসলিম মুশরিকদের মাঝে বসবাস করে আমি তাদের ব্যপারে দায়মুক্ত। সাহাবী বললেন, কি করবো ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বললেন, এতটুকু ব্যাবধান থাকবে যেন পরস্পরের আগুন দৃষ্টিগোচর না হয়। [তিরমিযীঃ ১৬১০ (ইফা), "অর্ধেক দিয়াত (রক্তপণ) আদায় করেন" এই অংশ ব্যতীত হাদিসটি সহীহ, আবূ দাউদ, ইরওয়া: ১২০৭]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ) বলেছেন, “এবং যাকে তারা (কাফেররা) জোর করে তাদের সাথে নিয়ে আসে, তার হিসাব গ্রহণ করা হবে তার নিয়্যতের উপর ভিত্তি করে। আর আমাদের দায়িত্ব হলো পুরো বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা কারণ যাকে বাধ্য করা হয়েছে তাকে আলাদা করা, সে নিজে (বলা) ছাড়া (অন্য কারো পক্ষে) সম্ভব নয়। আর এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় নাবী (স) এর সহীহ হাদীস থেকে, যেখানে তিনি বলেছেন, “মানুষের মাঝ থেকে একটি সৈন্যদল এই ঘরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। যখন তারা একটি অনুর্বর এলাকায় থাকবে, তাদেরকে ভূমি গিলে ফেলবে”। প্রশ্ন করা হলো, হে রাসূলুল্লাহ, তাদের মাঝে যাকে বাধ্য করা হয়েছে তার কি হবে? তিনি বললেন, “তাদেরকে তাদের নিয়্যত অনুযায়ী পুনরুত্থান করা হবে”। হযরত আইশা (রা) বরাতে বুখারীতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, “একটি সৈন্যদল কাবার বিরিদ্ধে লড়াই করবে। যখন তারা একটি অনুর্বর এলাকায় থাকবে তাদের শুরু থেকে শেষের সবাইকে ভূমি গিলে ফেলবে। তারপর তাদেরকে তাদের নিয়্যত অনুযায়ী পুনরুত্থান করা হবে” –এই পর্যন্ত বলেন। তাই, আল্লাহ্ সুবঃ সেই সৈন্যদলকে ধ্বংস করবেন যারা তার পবিত্র ঘরকে ধ্বংস করার ইচ্ছা পোষণ করবে, যারা ইচ্ছাকৃত ভাবে এসেছে এবং যারা ইচ্ছাকৃত ভাবে আসেনি উভয় প্রকারের লোকদেরকেই, যদিও তিনি তাদের মাঝে পার্থক্য করতে পারেন, এবং এর উপর ভিত্তি করে পুনরুত্থান করবেন। তাই এটা কিভাবে মুজাহিদদের উপর আবশ্যিক হবে যে এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করা যখন তারা জানে না? বরং, যদি কেউ দাবী করে যে তাদে বাধ্য করা হয়েছিলো, এ দাবী তার পক্ষে যাবে না, কারণ, এটা বর্ণিত আছে যে, বদরের দিনে যখন আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবকে বন্দী করা হয়, তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে বাধ্য করা হয়েছিলো”। আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন, “বাহ্যিক ভাবে আপনি আমাদের বিরুদ্ধে ছিলেন, আর ভেতরের ব্যাপার আল্লাহর উপর”এবং তিনি (রহ) আরেক স্থানে বলেছেন, ‘আমরা জানি না যে কাকে বাধ্য করা হয়েছে বা হয়নি, তাই আমরা পার্থক্য করার সামর্থ্য রাখি না। সুতরাং আমরা যদি আল্লাহর হুকুম পালন করি এবং তাদের হত্যা করি তাহলে আমরা পুরস্কৃত ও দায়মুক্ত হবো আর আল্লাহ্ তাদেরকে নিয়্যত অনুযায়ী বিচার করবেন। অর্থাৎ কেউ যদি বাধ্য হয়ে (তাদের সাথে) আসে এবং প্রতিরোধ করতে অক্ষম হয়, তাহলে কিয়ামতের দিন তাদেরকে তাদের নিয়্যত অনুযায়ীই প্রতিফল দেয়া হবে। তাই দ্বীন প্রতিষ্ঠার জিহাদেই যদি তার মৃত্যু হয়, তাহলে তার মৃত্যু আর মুসলিম বাহিনীর কারো মৃত্যুর মাঝে কোন বিভেদ নাই।” [মাজমু আল ফাতওয়া': খন্ড: ২৮/৫৪৭]

তিরমিযীতে বর্নিত হয়েছে, রাসূল (সাঃ) তায়েফবাসীদের প্রতি মিনজানিক (ক্ষেপণাস্ত্র) স্থাপন করেছেন। [সাবিলুস সালাম: ৪/২৫৩১] ‘হযরত উরওয়া ইবনে মাসউদ ও গায়লান ইবনে সালামা (রা) তায়েফ অবরোধে শরীক ছিলেন না। কারণ, তারা দু’জন তখন জারশ নামক মিনজানিক, দাব্বা ও দাবুর নামক তৎকালীন অত্যাধুনিক অস্ত্রের প্রশিক্ষণ ও তার প্রস্তুত প্রণালী শিখতে গিয়েছিলেন।’ মিনজানিক ও তোপ সে যুগের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক কার্যকর অস্ত্র ছিল। যার দ্বারা তখন শত্র“র প্রতি বড় বড় প্রস্তরখন্ড (পরবর্তীতে আগুনের গোলা) নিক্ষেপ করা হত। দূর্গ ভাঙ্গার জন্যও এটি অনেক কাজে আসতো। [সীরাতে ইবনে হিশামঃ ২৮৯ পৃষ্ঠা (ই:সে), যাদুল মা’আদঃ খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৫২ (ইফা)] ‘আমর ইবনুল ‘আস (রা) মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরে অভিযানের সময় গোলার ব্যবহার করেন। [আল মুঘনী] শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ) বলেন, জিহাদের ফিকাহতে অসামরিক নারী-শিশুকে হত্যা করা হারাম হলেও তারা কোনো ধরণের যুদ্ধে জড়িত হলে প্রয়োজনবোধে তাদেরকে হত্য করা যেতে পারে। যেমন ক্ষেপণাস্ত্র জাতীয় অস্ত্র ব্যবহার করে অথবা নৈশ অভিযানে। সুন্নাহতে এ প্রসঙ্গে তায়েফের অবরোধে আঘাত হানা এবং ক্ষেপণাস্ত্র জাতীয় অস্ত্র দিয়ে পাথর নিক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া মুসলিম দেশে বসবাসকারী কাফেরদের বিরুদ্ধে নৈশ অভিযানের কথাও বর্ণিত হয়েছে। এ রায়ের লক্ষ্য হচ্ছে ফিতনা এড়ানোর জন্যে এর সাথে জড়িতদের হত্যা করা, অন্যথায় যাদেরকে হত্যা করা যায় না। [মাজমু আল ফাতওয়াঃ খণ্ড: ২০, পৃষ্ঠা ৪৮–৬১]

"কোন এক অভিযানে রাসূল জনৈক মহিলাকে মৃত দেখতে পেয়ে তিরস্কার করেন এবং মহিলাও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেন।" [সহীহ মুসলিমঃ ৪৩৯৭ (ইফা)] আর এর মাধ্যমে এই বিষয়ের উপর মূলনীতি তুলে ধরেন। এই মূলনীতি ব্যাখ্যা করে ইমাম শাফেঈ (রহ) বলেন, "এ প্রসঙ্গে আমাদের মতামত হল, আর আল্লাহ সব চেয়েভাল জানেন; এই ব্যতিক্রমের ফলে তারা দাসে পরিণত হবে, যা তাদের হত্যার চেয়ে বেশি কল্যাণকর।" [কিতাব আল উম্ম] এই কথার সমর্থনে রাসূল (স) এর হাদিস হল, "আল্লাহ তোমাদের তিনটি কাজ অপছন্দ করেন: খোশ-গল্প, অতিরিক্ত প্রশ্ন আর সম্পদের অপচয়।" [সহীহ বুখারীঃ ১৩৯১, সহীহ মুসলিমঃ ৪৩৩২ (ইফা), রিয়াদুস সলেহিনঃ ১৭৯০] চুক্তি বহির্ভূত কাফিরদের নারী ও সন্তানগণ সম্পদ, আর তাদের হত্যা করা হলে সম্পদের অপচয় করা হবে।

অবশ্য নারী-শিশু হত্যা না করার এই নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে। মুসলিমদের মাঝে কোন দ্বিমত নেই যে, হত্যা আর জিনার মত অপরাধ করলে মহিলারাও মৃত্যুদণ্ড পাবার যোগ্য। একইভাবে, যেসব নারী ও শিশু মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয় তারাও সেই নিষেধের আওতায় পড়ে না। অন্যকথায়, মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয়া নারী ও শিশুদের হত্যা করা নাজায়েজ নয়, বরং তা ওয়াজিব। ইবন বাত্তাল বলেন, "অধিকাংশ আলিম এ বিষয়ে একমত যে, যুদ্ধে অংশ নেয়া নারী ও শিশুদের হত্যা করতে হবে, এই মতপোষণকারীগণ হলেন মালিক, আল লাইস, আবু হানিফা, আস সাওরী, আওযা'ই, আশ শাফেঈ, আহমাদ, ইসহাক, আবু সাওর।" [শারহ সহীহ আল বুখারী] এর নিদর্শন রাসূল (স) এর সিরাতে পাওয়া যায়, তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয়া নারীদের হত্যা করেন। বনু কুরায়জার দিনে সাহাবী খাল্লাদ ইবন সুওয়াইদকে আল হাকাম আল কুরাজীর ইহুদী স্ত্রী বুনানা হত্যা করে। ফলে রাসূল (স) তাকে তলব করেন এবং খাল্লাদ এর রক্তের প্রতিশোধ নিতে তার শিরশ্ছেদ করতে আদেশ করেন। [তারিখ আল তাবারী] অনুরূপভাবে, মক্কা বিজয়ের দিনে রাসূল (স) ইবন খাতালের দুই গায়িকাকে তাদের মনিবসহ হত্যা করার আদেশ দেন। কারণ তারা কাফিরদের সমর্থনে রাসূল (স) এর বিরুদ্ধে কবিতা আবৃত্তি করত। [সিরাত ইবন হিশামঃ ২৭৭ (ই:সে)] তাই দেখা যাচ্ছে, শত্রুতাপূর্ণ যুদ্ধ কেবল শারীরিক ভাবে অংশ নেয়ার মাঝে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তার সমর্থনে যেকোন ধরনের বড় প্রয়াস তাতে অংশ নেয়ার সামিল।

সা'ব ইবনু জাসসামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (স) আবওয়া অথবা ওয়াদ্দান নামক স্থানে আমার কাছ দিয়ে পথ অতিক্রম করেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, যে সকল মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে, যদি রাত্রিকালীন আক্রমনে তাদের মহিলা ও শিশুগণ নিহত হয়, তবে কি হবে? রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তারাও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আর আমি তাকে আরও বলতে শুনেছি যে, সংরক্ষিত চারণভূমি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (স) ব্যতীত আর কারো জন্য হতে পারে না।" [সহীহ বুখারীঃ ২৮০৪ (ইফা), সহীহ মুসলিমঃ ৭৫৪৫, আবু দাউদঃ ২৬৭২, তিরমিযীঃ ১৫১৭, ইবনু মাজাহঃ ২৮৩৯, আহমাদঃ ২৭৯০২, মালেকঃ ৯৮১, দারেমীঃ ২৬৪২] সহীহ বুখারীর ব্যখ্যাগ্রন্থ, 'ফাতহুল বারী' তে ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ) এই হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, "এই হাদীসের অর্থ এই না যে, নারী ও শিশুদেরকে টার্গেট করে হত্যা করা যাবে। বরং এই হাদীসের অর্থ হচ্ছে এই যে, মুশরেকদের সাথে যুদ্ধের সময় যদি নারী ও শিশুরা অস্ত্রবহনকারী শত্রুদের মাঝে অবস্থান করে এবং একারণে তারা নিহত হয়, তাহলে মুসলমানদের কোন দোষ হবেনা।" [ফাতহুল বারীঃ সহীহ বুখারীর ৩০১২, ২৩৭০ নং হাদীসের ব্যখ্যা] আল খাত্তাবি বলেন, "তাঁর বাণী 'তারা তাদের থেকে' বলতে দ্বীনের ক্ষেত্রে তাদের হুকুম বুঝায়। তাই কাফিরের ছেলে কাফির হিসেবেই গণ্য করাহবে। তিনি একথা দিয়ে এটা বুঝান নি যে, ঢালাওভাবে সন্তানের রক্ত ঝরানো বৈধ। পুরুষদের সাথে একত্রে থাকার কারণে তারা যদি হতাহত হয়, তবে তাদের হত্যায় কোন দোষ নেই। রাসূল (স) নারী ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন, যদি তা ঢালাওভাবে করা হয় আর পুরুষদের থেকে যদি তারা পৃথক অবস্থায় থাকে।"

[আ'লাম আল হাদীস] ইমাম ত্বহাবী (রহ) বলেন, "যেহেতু রাসূল (স) নারী, শিশুর হতাহতের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে অভিযান পরিচালনা করতে মানা করেন নি, যদিও তাদের আলাদাভাবে গণহারে হত্যা করা নাজায়েজ ছিল, এ থেকে প্রমাণ হয় যে, এই বর্ণনা দিয়ে যা বৈধ করা হয়েছে তার অর্থ প্রথম বর্ণনায় যা নিষেধ করা হয়েছে তার অর্থ থেকে ভিন্ন। অর্থাৎ, প্রথম বর্ণনায় নারী ও শিশুদের আলাদাভাবে হত্যা নিষেধ করা হয়েছে, তবে মুশরিক লোকদের আলাদাভাবে হত্যার চেষ্টা করা বৈধ, যদি বা তাতে আলাদাভাবে যাদের হত্যা নিষেধ করা হয়েছে তাদের মৃত্যু ঘটে।" [শারহ মা'নিআল আছার]

কাফির নারী ও শিশুদের হত্যার বিধান প্রসঙ্গে ইমাম শাফেঈ (রহ) বলেন, "রাসূল (স) আলাদা করে ব্যক্তিগতভাবে তাদের হত্যা নিষেধ করেন যখন তাদের অবস্থান জানা থাকে। যদি প্রশ্ন করা হয় তার দলিল কী, তবে বলতে হবে স্বয়ং তাঁর (স) অভিযান আর অভিযান পরিচালনার আদেশই তার প্রমাণ বহন করে। যারা অভিযান পরিচালনা করে তারা নারী ও শিশুদের ওপর আক্রমণ এড়াতে পারেনা। আর তাঁর কথা, 'তারাতাদের থেকে' বলতেবুঝায় যে, তাদের হত্যার জন্য কোন কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত) নেই। তারা ইসলাম বা কোন চুক্তি দ্বারা নিরাপত্তাপ্রাপ্ত নয় এবং মুসলিমদের মাঝে এতে কোন দ্বিমত নেই। আমি যতদূর জানি, কেউ যদি কোন অভিযানে তাদের বিকলাঙ্গ করে সেজন্য কোন কাফফারা নেই।" [আল উম্ম]

কাফির নারী ও শিশুদের অনাকাঙ্ক্ষিত হত্যাকাণ্ডের জন্য আমাদের দুঃখ প্রকাশ করা উচিত নয়, কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, "অতএব, এ কাফের সম্প্রদায়ের জন্যে দুঃখ করবেন না" [আল মায়েদাহ: ৬৮] বরং আমাদের মনে রাখা উচিত যে, বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা তার যথাযথ ন্যায় বিচার ও মহান প্রজ্ঞাবলে তাদের মৃত্যু নির্ধারণ করে রেখেছেন। তাছাড়া আস সা'ব এর হাদিসে রাসূল (স) অনাকাঙ্ক্ষিত হত্যাকাণ্ডের জন্য কোন অনুশোচনা করেননি আর ঐ অভিযানে তাদের হত্যার জন্য দায়ীগণকে সামান্য তিরস্কারও করেননি। সেহেতু, কারও জন্য কাফিরদের সমাগমে, সামরিক বা বেসামরিক যেখানে কাফির নারী ও শিশু সংখ্যাধিক্য থাকে, টার্গেট করা থেকে বিরত থাকা সমীচীন নয়। সুতরাং, মুজাহিদের উচিত, কাফিরদের ভিড়ে পাশাপাশি হত্যাযজ্ঞ সত্ত্বেও, আল্লাহর দ্বীনের সেবায় অনুমোদিত সীমার মধ্যে থেকে সর্বাত্মক চেষ্টা করা।

কিসাস বা সমান শাস্তির বিধাণ প্রয়োগঃ

আল্লাহ্ রব্বুল আলামিন এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমে বলেন- যে তোমাদের উপর বাড়াবাড়ি করেছে তোমরাও তার উপর ঠিক ততো খানি বাড়াবাড়ি করবে যতো খানি তারা তোমাদের উপর করেছে। [সূরা আল বাকারাঃ ১৯৪] "(ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য হল) তারা যখন অন্যায় বাড়াবাড়ির শিকার হয় তখন তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে; আর দুষ্কৃতির বদলা হল তার সমপরিমাণ দুষ্কৃতি"। [সূরা আশ শূরাঃ ৩৯-৪০] "যদি তোমরা (তোমাদের দুশমনদের) শাস্তি প্রদান কর, তাহলে তোমাদের যে ক্ষতি করা হয়েছে তার সমপরিমাণ শাস্তি প্রদান কর।" [আন নাহল- ১২৬] "আর মর্যাদাহানিরও ক্বিসাস রয়েছে। তাই তোমাদের প্রতি যারাই সীমালঙ্ঘন করবে, তোমরাও তাদের সাথে একই পন্থায় সীমালঙ্ঘন কর।" [আল বাক্বারাহ ১৯৪] "জখম সমূহের বিনিময়ে অনুরূপ জখম।" [আল মায়েদাহঃ ৪৫]

এ সকল আয়াত সমুহ বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষাপটে নাযিল হলেও এর সামগ্রিক হুকুম সাধারণ ভাবে প্রযোজ্য। কেননা আল কুরআনের কোন আয়াত বিশেষ কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হলেও সে আয়াতের হুকুম কেবল সেই ঘটনার সাথেই খাস নয় বরং একই রকম সকল ঘটনার ক্ষেত্রেই সে আয়াতের হুকুম সমান ভাবে জারী থাকবে। এ

ব্যপারে ইসলামের মূলনীতি হল – "শিক্ষা গ্রহণ করা হবে শব্দের সাধারণ অর্থের উপর ভিত্তি করে; শুধু আয়াত নাযিলের ঘটনার সাথে হুকুমকে খাস করা হবে না"।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ) এ আয়াত সমূহের ব্যখ্যায় বলেন, এ সব আয়াত সমূহ প্রমাণ করে যে জান মাল, সহায় সম্পদ, ঘর বাড়ি নারী শিশু যাবতীয় ক্ষেত্রে সমান প্রতিশোধ গ্রহণ বৈধ। সমান প্রতিশোধ গ্রহণের বৈধতা ইসলামী শরিয়তে এমনই স্বীকৃত একটি বিধান যে স্বয়ং মুসলমানদের নিজেদের মধ্যেও এ কিসাস তথা হত্যার বদলে হত্যা বা সমান প্রতিশোধ গ্রহণ বৈধ; অতএব যে অপরাধের কারণে যে শাস্তি মুসলমানদের উপর প্রয়োগ বৈধ, সে বিধান কুফফারদের ক্ষেত্রে তো সন্দেহাতীতভাবে কার্যকর। [যাদুল মা'আদ]

"আর আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন; যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করো না"। [আল আনআমঃ ১৫১] এই সম্পর্কে ইমাম তাবারী বলেছেন, "আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন সে হলো একজন মুমিন অথবা চুক্তিবদ্ধ কোন ব্যক্তি, আর আল্লাহ বলেছেন "যথার্থ কারণ ছাড়া" এর মানে হলো, যার ফলে কাউকে হত্যা করার অনুমোদন পাওয়া যায়, যেমন হত্যার কারণে মৃত্যুদণ্ড অথবা ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা করা কিংবা রিদ্দার কারণে কাউকে হত্যা করা।" [তাফসীর আত তাবারী]

আর কিসাস হিসেবে আগুন দ্বারা শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে উকলিয়্যিনদের হাদিস রয়েছে, যা আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, "উকল থেকে ৮ জন লোকের এক দল আসে এবং রাসূল (স) এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু মদিনার পরিবেশ তাদের অস্বাস্থ্যের কারণ হয়, যার কারণে তাদের শরীর রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তারা আল্লাহর রাসূল (স) এর কাছে অভিযোগ করলো, তিনি বললেন, 'তোমরা কি আমাদের রাখাল আর তার উট সমূহের সাথে এখান থেকে বের হয়ে উটের দুধ আর মূত্র পান করতে পছন্দ করবে?' তারা বললো, 'হ্যাঁ।' তারপর তারা বেরিয়ে গেল, উটের মূত্র ও দুধ পান করলো, অতঃপর তারা সেরে উঠলো। তারপর তারা রাখালকে হত্যা করলো এবং উটগুলোকে নিয়ে পালিয়ে গেল। এই সংবাদ রাসূল (স) এর কাছে পৌঁছলে তিনি তাদের পিছনে লোক লাগিয়ে তাদের আটক করে ধরে নিয়ে আসলেন। তারপর তিনি আদেশ করলে তাদের হাত এবং পা কেটে দেয়া হলো। এবং তিনি তাদের চোখগুলো গালিয়ে দিলেন [অপর একটি বর্ণনায়: তিনি কয়েকটি পেরেক নিয়ে আসতে বললেন। সেই পেরেক গরম করা হলো এবং তা দ্বারা তাদের চোখ গালিয়ে দেয়া হলো]। তারপর তাদের সূর্যের তাপে ফেলে রাখা হল, যতক্ষণ না তারা মারা যায়।" আনাস (রাঃ) বলেন, 'নবী (স) শুধু তাদের চোখ এজন্য গলিয়েছেন যে, তারাও রাখালের চোখ গলিয়েছিল।" [সহীহ বুখারীঃ ২৮০৯, ৫২৮৩ (ইফা), সহীহ মুসলিমঃ ৪৫২৭ (ইফা)]

বুখারী (রহ) উকলিয়্যিনদের হাদিসের অনুসারে তার সহীহ হাদিস গ্রন্থের অনুচ্ছেদের নামকরণ করেন, "যদি কোন মুশরিক কোন মুসলিমকে জ্বালায় তাহলে কি তাকেও জ্বালানো হবে?" ইবনে হাজার আসকালানী (রহ) বলেন, "এখানে এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেন যে তার কিতাবের আরেক অনুচ্ছেদ: 'আল্লাহর শাস্তি দ্বারা কাউকে শাস্তি দেওয়া হবে না' –তে যে নিষেধাজ্ঞা আছে তা একমাত্র ক্বিসাস ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।" [ফাতহুল বারি] ইসলামে আগুন দিয়ে শাস্তি দেওয়া নিষেধ। কিন্তু কিসাসের ক্ষেত্রে তার হুকুম আলাদা তা এই হাদিসের মাধ্যমেই বুঝা যায়। কারণ কোন ব্যক্তির চোখ গালানো মানে হলো উত্তপ্ত পেরেকের মাধ্যমে কারও চোখ জ্বালিয়ে দেয়া, ইবনুল মুহাল্লাব, ইবনে বাত্তাল, ইবনুল মুলাক্কিন প্রমুখ হাদিস ব্যাখ্যাকারগণ এরকমই ইঙ্গিত করেন। ইবনুল ক্বাইয়্যিম এই হাদিসের ব্যাপারে তাঁর কিতাবে বলেন, "কোন একজন লোকের ক্বিসাসের জন্য একটি সম্পূর্ণ দলের লোকদের হত্যা

কিংবা অঙ্গচ্ছেদের ক্ষেত্রে এই কাহিনীই হলো দলীল, এবং মুহারিবিনদের সহায়তাকারীদের ক্ষেত্রে বিধান হলো তাদের মধ্যে থাকা অপরাধীর বিধানের মতই, কারণ এটা প্রসিদ্ধ যে (উকলিয়্যানদের) প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে এই হত্যাকাণ্ড ঘটায় নি, আর না নবী (স) তাদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞাস করেছেন।" [যাদুল মা'আদ]

অতএব আমেরিকা, রাশিয়া, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও তাদের দোসররা সমগ্র পৃথিবী জুড়ে মুসলমানদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে, অবরোধ আরোপ করে ইরাক, সিরিয়ায় নারী শিশু সহ লক্ষাধিক মানুষ হত্যা করেছে এবং বোমা মেরে এখনো করছে, পুড়িয়ে মারছে, আফগানিস্তান, মিয়ানমার, কাশ্মিরে আবাল, বৃদ্ধ, বণিতা নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছে এবং এখনো করে চলছে; ইয়েমেন, সোমালিয়া ও পাকিস্তানে চলছে তাদের গোপন ও প্রকাশ্য ড্রোন হামলা। কাফির রাষ্ট্রের সাধারণ জনগণ তাদের সরকারকে ট্যাক্স দিচ্ছে। সেই দেশে অবস্থান করে সেই দেশ ও শাসকদের স্বার্থে বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় তাদের সাধারণ জনগণ যদি মুসলিমদের আক্রমনে অসম্মতিও জানায়, তাদের এই অসম্মতি তাদের নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ না তারা তাদের স্থান ও অবস্থান পরিত্যাগ করে। আর কি করে তারা সাধারণ হতে পারে, যারা ভোট দিয়ে তাদের সরকার নির্বাচন করে, যারা কিনা মুসলিমদের ভূমিতে আক্রমন করার জন্য আদেশ দেয়। কিভাবে তারা সাধারণ হতে পারে, যেখানে তাদের সৈনিকদের বেতন তাদের ট্যাক্স দ্বারা দেওয়া হয়...!!! তাই তাদের যে কোন নাগরিককে একই ভাবে পৃথিবীর যে কোন স্থানে যে কোন উপায়ে হত্যা করা, জ্বালিয়ে দেওয়া, তাদের দেশে বোমা হামলা চালানো, তাদেরকে অপহরণ করা, তাদের টাকা পয়সা ধন সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া ও তাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করা সম্পূর্ণ বৈধ।

ইমাম শাফেঈ (রহ) বলেছেন, "একজন কাফিরের রক্ত ঝরানোকে কখনোই অব্যাহতি দেয়া যাবে না যতক্ষণ না সে মুসলিম হয়।" [কিতাব আল উম্ম]। বিশদ ব্যাখ্যাতে তিনি বলেছেন, "আল্লাহ ও তার রাসূলের বিধান অনুসারে আহলে কিতাবদের জন্য আল্লাহ রক্ত ঝরানোতে নিষ্কৃতি দিয়েছেন এবং সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণে সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছেন, কোন যথার্থ কারণ ছাড়া, এটি হতে পারে আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর ঈমান আনয়ন কিংবা মুমিনদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া। আর তিনি এমন পূর্ণবয়স্ক মানুষদের রক্ত ঝরানোতে অনুমোদন দিয়েছেন যারা ঈমান আনয়ন হতে দূরে সরে থাকে কিংবা যাদের কোন চুক্তি নেই। আল্লাহ বলেছেন, "অতঃপর, যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যায় তখন ঐ মুশরিকদেরকে যেখানে পাও হত্যা করো, তাদেরকে গ্রেফতার করো, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং প্রত্যেক ঘাটিতে তাদের সন্ধানে অবস্থান করো"। (আত তাওবাহঃ ৫) [কিতাব আল উম্ম]

নারী এবং শিশুদের হত্যা করা আপত্তির বিষয়ে তিনি আরো বলেছেন, "কোন একজন মুসলিমের রক্ত প্রবাহিত করার নিষেধাজ্ঞা কাফির শিশু ও নারীদের রক্ত প্রবাহিত করার নিষেধাজ্ঞার থেকে আলাদা, নির্দিষ্ট আসমানি বিধানে নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে তাদের হত্যা করা হবে না [যদিও প্রাথমিক বিধান অনুসারে কাফিরদের সর্বসাধারণের রক্ত প্রবাহিত করার অনুমতি রয়েছে]। আর এই সম্পর্কে আমাদের মতামত হলো – এবং আল্লাহই ভালো জানেন – এই নিষেধাজ্ঞার কারণ এই তারা দাসী হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, যেটি তাদেরকে হত্যা করার চেয়ে আরো বেশি লাভজনক, আর তাদেরকে হত্যার ফলে শত্রুদের কোন ক্ষতি হয় না; আর তাই তাদেরকে হত্যা করার চেয়ে দাসে পরিণত করা অধিক উত্তম।" [কিতাব আল উম্ম]

কেন কাফিরদের সাধারন নাগরিকদেরকেও হামলা করতে হবেঃ

(১) তারা শিরক করে, (২) আল্লাহ কাফিরদের ভীত সন্ত্রস্ত করতে বলেছেন, (৩) তারা আমাদের সাধারণ নাগরিক, নারী, শিশুদেরও হত্যা করে বলে এর কিসাস হিসেবে, (৪) কারন তারা তাদের সরকারের সাথে সবকিছুতে সম্পৃক্ত, (৫) তাদের নিজেদের দেশে ব্যস্ত রাখতে, যাতে তারা আমাদের ভূমিসমূহে আক্রমনে বিলম্ব করে, গাফেল থাকে, (৬) যাতে আমাদের ভূমি হতে তাদের সৈন্য সরিয়ে নেয় ইত্যাদি কারণে।

দারুল কুফরে বসবাসকারী মুসলিমদের অবশ্যই মনে রাখা উচিত যে, কুফফারদের রক্ত হালাল, আর তাদের হত্যা করা হলো আল্লাহর এক ধরণের ইবাদত, যিনি মহান, অধিপতি এবং মানবজাতির রব। এর মধ্যে পড়ে কোন ব্যবসায়ী যে একটি ট্যাক্সিক্যাবে চড়ে তার কাজে যায়, তরুণ প্রাপ্তবয়স্ক (সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত শিশুরা) যারা পার্কে খেলাধুলার জন্য একত্রিত হয় অথবা একজন বৃদ্ধ লোক যে স্যান্ডউইচ কেনার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে। নিশ্চয়ই রাস্তায় ফুল বিক্রেতা কাফির যে পথিকদের কাছে ফুল বিক্রি করে তার রক্তও প্রবাহিত করার জন্য হালাল। আর কুফফারদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করা একজন মুসলিমদের কর্তব্য। কুফফার সৈন্য বা পুলিশ কিংবা বিচারক ও রাজনীতিবিদ কাউকে লক্ষ্যবস্তু বানানোর জন্য কোন শরঈ শর্তের প্রয়োজন নেই, বরং যারা যিম্মায় চুক্তিবদ্ধ নেই সে সকল কুফফার হলো বৈধ লক্ষ্যবস্তু। কিভাবে কুফফাররা নিরাপত্তার স্বপ্ন দেখতে পারে যখন পৃথিবীর সব স্থানে মুসলিমরা নির্যাতিত এবং যখন গণতন্ত্রের মূর্তি দ্বারা বিদ্রূপাত্মকভাবে আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করা হচ্ছে !!!???

যারা দ্বীন সম্পর্কে পড়াশুনা করেছে উপরোক্ত বিষয়গুলো তাদেরকে আশ্চর্যান্বিত করবে না। এর পরেও কেউ ভাবতে পারে যে এটি বিস্ময়কর, নতুন মতাদর্শ, তাহলে তার জানা উচিত যে, আযীযুল জাব্বার বলেনঃ "যে ধ্বংস হবে সে যেন সত্য সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হওয়ার পর ধ্বংস হয়, আর যে জীবিত থাকবে সে যেন সত্য সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হওয়ার পর জীবিত থাকে"। [আনফালঃ ৪২]